দৈনিক খবর

তারিখ 14 SEP 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিল

দুর্নীতির অভিযোগ এনে উপাচার্যের অপসারণ দাবী ।। হরতাল

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ), ১৩ই সেপ্টেম্বর (শাহজাহান আলম সাজু প্রেরিত)।- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডারদের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন সম্মানীত শিক্ষক ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ২ জন নেতা মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার ঘটনার প্রায় দু'মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি ঘটনার কোন বিচার করা হয়নি। ঘটনার সাথে জড়িত শিবিরের কোন নেতা-কর্মীকেও গ্রেফতার করা হয়নি। ফলে ছাত্র, শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার সাথে জড়িত শিবিরের সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে অভিযোগ করা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কুষ্টিয়া সদর থানায় সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশে দায়েরকৃত মামলায় কোন আসামীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। ছাত্র শিক্ষকদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, উপাচার্য সরাসরি জামাত-শিবিরের পক্ষ নিয়ে তাদেরকে বাঁচানোর জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। ফলে ঘটনা সংঘটিত হবার দু'মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কোন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার কিংবা বহিষ্কার করা হয়নি। উল্লেখ্য, গত ৫ই জুলাই ইসলামী ছাত্র শিবিরের ক্যাডাররা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা রবিউল ইসলামকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। উক্ত ঘটনার পর ছাত্রদলের কর্মীরা তাকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসলে ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। ঘটনা ক্রমেই ভয়াবহতার দিকে এগিয়ে গেলে ক্যাম্পাসে উপস্থিত শিক্ষকরা সংঘর্ষ থামাতে এগিয়ে এলে শিবিরের সন্ত্রাসীরা শিক্ষকদের ওপরও ন্যক্কারজনকভাবে হামলা চালায়। উক্ত হামলায় ৫ জন শিক্ষক ও ছাত্রদলের ২ জন নেতা মারাত্মকভাবে আহত হয়। এক পর্যায়ে ছাত্রদলের কর্মীরা প্রশাসনিক ভবনে আশ্রয় নিলে শিবিরের সন্ত্রাসীরা শিবিরের সভাপতি আঃ হাইয়ের নেতৃত্বে আগ্নেয়াস্ত্রসহ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রশাসনিক ভবনের চারিদিক থেকে আক্রমণ চালায়। শিবিরের সন্ত্রাসীরা ভবনের বিপুল ক্ষতি সাধন করে এবং এক পর্যায়ে লোহার গেট ভেঙ্গে প্রশাসনিক ভবনে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ গুলী ও টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে ছাত্রদলের কর্মীদের রক্ষা করে। এ সময় শিবিরের সন্ত্রাসীরা প্রশাসনিক ভবনের কয়েক লাখ টাকা মূল্যের সম্পদ বিনষ্ট করে। উক্ত ঘটনার পর ছাত্রদলের কর্মীদের ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করে শিবিরের সন্ত্রাসীরা দু'টি আবাসিক হল দখল করে নেয়।

শিবিরের সন্ত্রাসীদের কর্তৃক ৫ জন শিক্ষক আহত হওয়ার প্রতিবাদে এবং ঘটনার সাথে জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বহিষ্কারের দাবীতে শিক্ষক সমিতি অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্যাম্পাসে কর্মবিরতি পালন করতে থাকে। এরই মধ্যে ক্যাম্পাসের বাইরেও ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ শহরে ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ চলতে থাকে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়। ঘটনার সাথে জড়িত শিবিরের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ছাত্রদল

৫-এর পাতায় দেখুন

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিল

৬-এর পাতার পর

কুষ্টিয়া সদর থানায় সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশে দু'টি মামলা এবং কর্তৃপক্ষ আসামীদের নাম উল্লেখ না করেই দু'টি মামলা দায়ের করে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়নি।

ঘটনার সাথে জড়িত সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেও উপাচার্য তদন্ত কমিটিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যেই কমিটির কয়েকজন সদস্যকে রদবদল করা হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক মন্তব্য করেছেন, তদন্ত কমিটি যাতে শিবিরের বিরুদ্ধে কোন রিপোর্ট না দেয় সে জন্য উপাচার্য আঃ হামিদ উঠে-পড়ে লেগেছেন। প্রায় দু'মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ না করায় এবং সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

উল্লেখ্য, কিছুদিন পূর্বে উপাচার্যের সাথে সামান্য কথা কাটাকাটিকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের ৪ জন নেতার বিরুদ্ধে উপাচার্য নিজে সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশে মামলা দায়ের করেন এবং ৩ জনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করেন। উক্ত মামলার আসামী ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক দীর্ঘ ৫ মাস যাবৎ বিনা বিচারে কারাগারে আটক রয়েছেন।